সংবাদ

০১ SEP 2007

# কবে খুলবে ভার্সিটি, কলেজ দীর্ঘ সেশনজটের আশঙ্কা

ফরিদ উদ্দিন

অনিশ্চয়তার বেড়াজালে আটকে যাচ্ছে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান স্থবিরতা কাটিয়ে কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তা নিশ্চিত করে জানে না কেউ। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষককে গ্রেফতার করায় শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। সরকার জারি করা কার্ফ্যু পর্যায়ক্রমে তুলে নিলেও শিক্ষাঙ্গন খুলে দেয়ার ব্যাপারে এখনও কোন নির্দেশ দেয়নি। এমনকি কবে নাগাদ খোলা হবে তারও কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বিভাগীয় শহরগুলোর সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী। ছাত্রছাত্রীশূন্য হয়ে গেছে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি হলেও আবারও তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই বাধা পেরিয়ে কবে এবং কখন একাডেমিক কার্যক্রম চালু হবে তা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। ফলে একাডেমিক কার্যক্রমে সেশনজটের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। কবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলা হবে তা জানেন না শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। নির্ধারিত সময়ে কোর্স শেষ করার বিষয়টিও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। ফলে শিক্ষাজীবনে সেশন জটসহ নানা সমস্যার আশঙ্কা করছেন ছাত্রছাত্রীরা। সবচেয়ে বেশি অনিশ্চতায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীরা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা সিডিউল থাকায় তা পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে কি না তা প্রশ্নাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী আশঙ্কা করছেন, সামনে যেহেতু রমজান মাস তাই বিশ্ববিদ্যালয় নাও খুলতে পারে। আবার, অনেকের আশঙ্কা রমজান মাসের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া হতে

কবে : পৃঃ ২ কঃ ৮

## কবে : খুলবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। তাদের অধিকাংশই টিউশনি বা পার্টটাইম চাকরি করে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ জোগান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের আয়ের এই উৎসও বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষার্থী। অনেকেই ঢাকার নিকটাত্মীয়ের বাসায় আপাতত উঠলেও তা সাময়িক। ফলে যতই দিন যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চয়তা ততই বাড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা হলে তারা বলেন, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষককে গ্রেফতার করায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আবারও সংঘর্ষের আশঙ্কায় সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নাও হতে পারে বলে জানান তারা। শিক্ষার্থীরা খুব শিগগিরই ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে পড়ালেখার স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়েছেন।